



125811 - কসম এর কাফফারার রোযা শাওয়াল মাসরে ছয় রোযা হিসেবে গণ্য হবে কী?

প্রশ্ন

আল্লাহর নামে কসম (শপথ) সংক্রান্ত আমার একটি প্রশ্ন আছে। সটো হচ্ছ, আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি যি, আমি অমুক স্থানে যাব না। কনিতু, কসম করার এক সপ্তাহ পরে আমি সে স্থানে গিয়েছি। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যি, শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে আমি তনিটি রোযা রাখব। এ তনিটি রোযা ক কসমরে কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে? কথিবা ক? আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আমরা প্রশ্নকারী ভাই এর প্রশ্নরে জবাব দয়োর আগে কয়কেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করব:

১। প্রত্যকে মুসলমিরে মটৌলকি দায়তিব হচ্ছ, যখন তখন ঐ সব বিষয়ে কসম করা থকে নজিকে হফোযত করা যসেব বিষয় আল্লাহর নামে কসম করার উপযুক্ত নয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে, “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হফোযত কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

মটৌলকি বধিান হচ্ছ- বশেি বশেি শপথ না করা। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে: “তোমরা তোমাদের শপথগুলোকে হফোযত কর।”[সূরা মায়দো, আয়াত: ৮৯] এ আয়াতরে ব্যাখ্যায় কনো কনো আলমে বলনে: তোমরা বশেি বশেি শপথ করো না। নঃসন্দহে এটি উত্তম, নরিাপদ ও দায় মুক্ত থাকার জন্য শ্রয়ে।[আল-শারহুল মুমতি (১৫/১১৭)]

২। যি স্থানে না-যাওয়ার জন্য আপন শপথ করছনে সটে যদি আল্লাহর বধিান অনুযায়ী নষিদি স্থান হয়; যখনে যাওয়া আপনার জন্য বধে নয়; তাহলে সে শপথ পূর্ণ করা এবং সখনে না-যাওয়া আপনার উপর ফরয। আর যদি সে স্থানে যাওয়া আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে (যমেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, কনো আত্মীয়কে দখেতে যাওয়া) তাহলে এ শপথ ভঙ্গ করা আপনার উপর ফরয; যদি যাওয়াটা আপনার উপর ফরয হয়ে থাকে। আর যদি সখনে যাওয়াটা মুস্তাহাব হয়ে থাকে, তাহলে শপথ ভঙ্গ করাও মুস্তাহাব। আর যদি সে স্থানে যাওয়াটা মুবাহ (বধে) হয়ে থাকে তাহলে আপন দিখেন আপনার



দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি জন্য কোনটা উত্তম, এবং আপনার রবরে ভীতি তরীতে কোনটা উপযোগী সটো করুন। যদি আপনার সঠে স্থানে যাওয়াটা উত্তম ও তাকওয়া পয়দাকারী হয় তাহলে আপনি সঠে স্থানে যান এবং আপনার শপথরে কাফফারা দিয়ে দিন। আর সঠে রকম না হলে আপনি সঠে স্থানে যাওয়া থেকে নিজেকে বরিত রাখুন।

আব্দুর রহমান বনি সামুরা থেকে বর্ণতি তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দখেতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়রে চয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙগরে কাফফারা পরশিোধ করে দিন।”[সহহি বুখারী (৬৩৪৩) ও সহহি মুসলমি (১৬৫২)]

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি কোন এক বিষয়ে শপথ করে ফলোর পর অন্য বিষয়টিকে উত্তম দখেতে পায় তাহলে সঠে যনে তার শপথরে কাফফারা আদায় করে দিয়ে এবং যটো উত্তম সটোই করে।”[সহহি মুসলমি (১৬৫০)]

আল-মাওসুআ’ আল-ফকিহিয়্যা গ্রন্থে(৮/৬৩) এসছে-

বরিরুল ইয়ামনি (শপথ) এর মানে হছে- শপথরে ক্ষতেরে বশ্বিস্ত হওয়া এবং যা শপথ করা হয়ছে সটো বাস্তবায়ন করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তমেরা আল্লাহকে তমোদরে জামনিদার করে শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙগ করো না। তমেরা যা কর নশ্চয় আল্লাহ তা জাননে।”[সূরা নাহল, আয়াত: ৯১]

কোন ফরয আমল করা কথ্বা হারাম কাজ পরহির করার ক্ষতেরে শপথ করা হলে তখন শপথ বাস্তবায়ন করা ফরয। তাই কোন নকেকাজ করার শপথ করা হলে সঠে নকে কাজটি পালন করা হছে শপথ পূরণ করা। এক্ষতেরে শপথ ভঙগ করা হারাম। আর কোন ফরয আমল পরতিয়াগ করা কথ্বা কোন গুনাহর কাজ করার শপথ করা হলে এটি বদ শপথ; এ ধরণরে শপথ ভঙগ করা ফরয। আর যদি কোন নফল আমল করার শপথ করে যমেন নফল নামায পড়া কথ্বা নফল সদকা করা; সক্ষেতেরে শপথ পূরণ করা মুস্তাহাব এবং শপথ ভঙগ করা মাকরুহ।

আর যদি কোন নফল আমল পরতিয়াগ করার শপথ করে তাহলে এটি মাকরুহ শপথ এবং এ শপথ পূরণ করাও মাকরুহ। বরং এ ক্ষতেরে সুন্নত হছে- শপথ ভঙগ করা। আর যদি কোন মুবাহ কাজরে ক্ষতেরে শপথ হয় তাহলে সঠে শপথ ভঙগ করাও মুবাহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, “যদি আপনি কোন একটি বিষয়ে শপথ করেন, এরপর দখেতে পান যে, অন্য বিষয়টি শপথকৃত বিষয়রে চয়ে উত্তম তাহলে আপনি উত্তমটি পালন করুন এবং আপনার শপথ ভঙগরে কাফফারা পরশিোধ করে দিন।”[সমাপ্ত]

৩. আপনি শপথ ভঙগ করার বদলে তিনিটি রোযা রাখার যঠে সদিধান্ত নয়িছেন এটি নাজায়যে। তবে আপনি যদি দশজন



মসিকীনকে খাবার দিতে কথিবা পোশাক দিতে অক্ষম হন তাহলে সটো করতে পারনে। কারণ শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারা হচ্ছ-  
দশজন মসিকীনকে খাদ্য দয়ো কথিবা পোশাক দয়ো কথিবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। য়ে ব্যক্তরি এগুলো কোনটিকরার  
সামর্থ্য নই সতে তনিদনি রোযা রাখবে। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “তোমাদরে ইয়ামীনে লাগু (বৃথা শপথ) এর জন্য আল্লাহ্  
তোমাদরেকে পাকড়াও করবনে না, কনিতু যসেব শপথ তোমরা ইচ্ছতে করত সগেলোর জন্য তনি তোমাদরেকে পাকড়াও  
করবনে। এর কাফ্ফারা হচ্ছ- দশজন মসিকীনকে মধ্যম ধরণরে খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদরে পরজিনদরেকে খতে দাও,  
বা তাদরেকে বস্ত্রদান, কথিবা একজন দাসমুক্তি। অতঃপর যার সামর্থ্য নই তার জন্য তনি দনি সিয়াম পালন। তোমরা  
শপথ করলে এটাই তোমাদরে শপথরে কাফ্ফারা। আর তোমরা তোমাদরে শপথ রক্ষা করো। এভাবে আল্লাহ্ তোমাদরে জন্য  
তঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করনে, যাততে তোমরা শোকর আদায় কর।”[সূরা মায়দি, আয়াত: ৮৯]

দখুন: 45676 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

আপনার প্রশ্নরে আরকেটি অংশ হচ্ছ, আপনি শপথরে কাফ্ফারার রোযা শাওয়াল মাসে রাখতে চাচ্ছনে এবং এ রোযাগুলোকে  
ছয় রোযার মধ্যে গুণতে চাচ্ছনে। বর্ণতি আছে য়ে, শাওয়ালরে রোযার ফযলিত গটো বছর ফরয রোযা রাখার সমান। তাই  
আমরা বলব: যদি আপনি মসিকীনকে খাদ্য দিতে ও পোশাক দিতে অক্ষম হওয়ায় আপনার দায়তিবে রোযা রাখাই অবধারতি  
হয়ত য়ে সক্ষেত্রে আপনি কাফ্ফারার রোযাগুলোকে শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করতে পারবনে না। কনেনা, নফল  
রোযার নয়িত ও ফরয রোযার নয়িত একত্রে করা জায়য়ে নই। কাফ্ফারার রোযার জন্য স্বতন্ত্র বশিষে নয়িতরে প্রয়োজন  
রয়ছে; যমেনভাবে শাওয়ালরে ছয় রোযার জন্যও নয়িতরে প্রয়োজন। অতএব, কাফ্ফারার জন্য আপনি য়ে তনিটি রোযা  
রাখবনে সতে রোযাগুলোকে শাওয়ালরে ছয় রোযার মধ্যে হিসাব করা যাবে না।

স্থায়ী কমটিকি জিজ্ঞাসা করা হয়ছেলি:

শাওয়ালরে ছয় রোযা, আশুরার রোযা ও আরাফার দিনরে রোযা কি শপথ ভঙ্গরে রোযা হিসাবে আদায় হবে? যদি ব্যক্তরি  
শপথরে সংখ্যা নির্ধারণ করতে অক্ষম হয়?

উত্তরে তারা বলনে: শপথরে কাফ্ফারা হচ্ছ, একজন মুমনি দাসকে মুক্ত করা কথিবা দশজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো  
কথিবা তাদরেকে পোশাক দয়ো। যদি এগুলোর কোনটিকটে করতে না পারে তাহলে সতে প্রতটি শপথ ভঙ্গরে বদলে তনিদনি  
রোযা রাখবে।

আপনি বলছেনে য়ে, আপনি শপথরে সংখ্যা হিসাব করতে অক্ষম: আপনার কর্তব্য হচ্ছ, কাছাকাছি সংখ্যা হিসাব করার  
চেষ্টা করা। এরপর এ শপথগুলোর মধ্যে য়েগুলো আপনি ভঙ্গ করছেনে সগেলোর কাফ্ফারা আদায় করা। এভাবে করা



আপনার জন্য যথেষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আশুরার রোযা, আরাফার রোযা ও শাওয়ালরে ছয় রোযা শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার রোযা হিসেবে আদায় হবে না; তবে ব্যক্তি যদি নিয়ত করে যে, এটা কাফ্ফারার রোযা; নফল রোযা নয় তাহলে আদায় হবে।

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায, শাইখ আব্দুর রাজ্জাক আফফি, শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি গাদইয়ান।[ফাতাওয়াল লাজনাহ্ দায়মিাহ্ (২৩/৩৭,৩৮)]

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

প্রশ্নকারী বোন উল্লেখ করছেন যে, তিনি শপথ করছেন; এখন তিনি তিনদিন রোযা রেখে এ শপথের কাফ্ফারা আদায় করতে চাচ্ছেন। আমার জন্যে কি এ রোযাগুলো শাওয়ালরে ছয় রোযার সাথে রাখা জায়যে হবে? অর্থাৎ আমি ছয়দিন রোযা রাখব?

উত্তরে তিনি বলেন:

শপথকারী শপথ ভঙ্গ করলে তার জন্য রোযা দিয়ে কাফ্ফারা আদায় করা জায়যে হবে না; যদি না তিনি দশজন মসিকীনকে খাদ্য খাওয়ানো কথিবা তাদেরকে পোশাক দয়ো কথিবা একজন কৃতদাস মুক্ত করার সামর্থ্য না রাখেন। কেননা আল্লাহ্ তাআলা বলেন, “এর কাফ্ফারা হচ্ছে- দশজন মসিকীনকে মধ্যম ধরণের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরজিনদেরকে খতে দাও, বা তাদেরকে বস্ত্রদান, কথিবা একজন দাসমুক্ত। অতঃপর যার সামর্থ্য নহে তার জন্য তিন দিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফ্ফারা।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৮৯]

সাধারণ মানুষের কাছে একটা বিষয় মশহুর হয়ে গেছে যে, শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা তিনদিন রোযা রাখা; চাই সবে ব্যক্তি মসিকীনকে খাদ্য দয়ো কথিবা পোশাক দয়ো কথিবা দাস মুক্ত করার সামর্থ্য রাখুক কথিবা না-রাখুক □ এটা ভুল। বরং যে শপথভঙ্গকারী দশজন মসিকীনকে খাদ্য দয়ের সামর্থ্য রাখেন না, কথিবা সামর্থ্য রাখলেও মসিকীন খুঁজে পায় না; সবে ব্যক্তি লাগাতর তিনদিন রোযা রাখবে।

শপথভঙ্গকারী ব্যক্তি যদি তিনদিন রোযা রাখার শ্রণীভুক্ত হয় সক্ষেত্রে এ রোযাগুলোর মাধ্যমে শাওয়ালরে ছয় রোযার নিয়ত করা জায়যে হবে না। কেননা, এ দুইটি স্বতন্ত্র দুটি ইবাদত। একটা দিয়ে অপরটা আদায় হবে না। বরং সবে ব্যক্তি শাওয়ালরে ছয় রোযা রাখবে। তারপর ছয়দিনের উপর আর তিনটি রোযা অতিরিক্ত রাখবে।

[ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব, (/৮৪,৮৫)]

এই তিনদিনের রোযা লাগাতর হওয়া শর্ত নয়। ইতিপূর্বে 12700 নং ফতোয়াতে আমরা সবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করছি। সখোনে



দখো যতে পারে।

আল্লাই ভাল জাননে।